সূচিপত্র

প্রথম পর্ব - আকিদাহ

১. ইসলাম ও ইলমেদ্বীন পরিচিতি অধ্যায় ২০

ইসলাম পরিচিতি ২১

আরকানুল ইসলাম ২১

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত ২৬

ইলম অর্জনের আদব ও শর্তাবলি ২৭

২. আকীদাহ ও ঈমান অধ্যায় ২৯

আকীদাহ পরিচয় ২৯

আকীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ২৯

২. ঈমানের পরিচয় ৩১

ঈমানের গুরুত্ব ও ফজিলত ৩২

ঈমান ও আকীদাহর পার্থক্য ও সম্পর্ক ৩৩

৩. আরকানুল ঈমান অধ্যায় ৩৬

আরকানুল ঈমান পরিচিতি ৩৬

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান ৩৭

আল্লাহর প্রতি ঈমানে অন্তর্ভুক্ত মূল বিষয়সমূহ ৩৭

২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ৩৮

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৩৮

৩. কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৩৯

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৩৯

৪. রাসূলগণের প্রতি ঈমান ৪০

রাসূলগণের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৪১

৫. পরকালের প্রতি ঈমান ৪২
পরকালীন জীবনের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৪২
৬. তাকদিরের প্রতি ঈমান ৪৩
তাকদীরের প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ৪৩
তাকদীর সম্পর্কে সঠিক ধারণা ৪৪

৪. তাওহীদ অধ্যায় ৪৬

তাওহীদের পরিচয় ৪৬
তাওহীদের প্রকারভেদ ৪৭
১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ ৪৭
২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ৪৮
৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত ৪৯
তাকসীম সম্পর্কে ব্যাখ্যা ৫০
তাওহীদের রুকন ৫০
তাওহীদের গুরুত্ব ও ফজিলত ৫০
নবী-রাসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ৫১
তাওহীদের সাক্ষ্য—জান্নাতের চাবিকাঠি ৫১
তাওহীদ—জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি ৫২
তাওহীদ—গুনাহ ক্ষমার মাধ্যম ৫২

৫. আহকামুল ইমান অধ্যায় ৫৩

আহকামুল ঈমান পরিচিতি ৫৩
আহকামুল ঈমানের ভিন্ন কিছু পরিভাষা ৫৩
ঈমানের আরকান আহকাম ৫৪
ঈমানের ৯টি বাহ্যিক শর্ত ৫৪
তাগুতের পরিচয় ৫৭
তাগুতের প্রকারভেদ ৫৭

৬. ঈমানের কালিমা ঈমান ভঙ্গের কারণ অধ্যায় ৬০

কালিমার পরিচয় ৬০

ইসলামে কালিমার সংখ্যা ও বিশ্লেষণ ৬০

ইসলামের মৌলিক দুটি কালিমা ৬১

১. কালিমায়ে তৈয়্যিবা ৬১

২.কালিমা শাহাদাত ৬১

প্রচলিত অন্যান্য কালিমা ৬১

৩. কালিমা তাওহীদ ৬২

৪. কালিমা তামজীদ ৬৩

৫.ঈমানে মুজমাল ৬৩

৬. ঈমানে মুফাসসাল ৬৪

ঈমান ভঙ্গের কারণ ৬৪

৭. শিরক অধ্যায় ৬৬

শিরকের পরিচয় ৬৬

শিরকের ভয়াবহতা ৬৬

শিরকের প্রকারভেদ ৬৭

১. শিরকে আকবার ৬৭

২. শিরকে আসগর ৬৮

৮. কুফর অধ্যায় ৭১

কুফরের পরিচয় ৭১

কুফরের ভয়াবহতা ৭২

কুফরের প্রকারভেদ ৭৩

১. কুফরে আকবার ৭৩

২. কুফরে আসগর ৭৫

কুফর ও শিরকের পার্থক্য ৭৭

৯. আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা' আহ অধ্যায় ৭৯

শাব্দিক বিশ্লেষণ ৭৯

পারিভাষিক পরিচয় ৭৯

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মৌলিক আকিদা ৮০

বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব জাতির শ্রেণিবিন্যাস ৮৩

ভ্রান্ত ফেরকার পরিচয় ৮৪

ইফরাত ও তাফরীত: দুই বিপথগামিতা ৮৫

কিছু বাতিল ফেরকা বা দল ৮৫

১০. সুন্নাহ ও বিদআত অধ্যায় ৮৯

সুন্নাহের পরিচয় ৮৯

সুন্নাহ তথা ইসলামী জীবনাদর্শের উৎস ৯১

বিদ' আত এর পরিচয় ৯২

বিদ' আতের প্রকারভেদ ৯৪

বিদ' আত থেকে বাঁচার জন্য ছয়টি নীতিমালা ৯৪

সমাজে বহুল প্রচলিত কিছু বিদআত ৯৫

বিদআতের ক্ষতি ৯৭

দ্বিতীয় পর্ব - ইবাদাত

১.আমল অধ্যায় ১০১

আমলের পরিচয় ১০১

আমলের গুরুত্ব ও ফজিলত ১০১

আমলের পরিধি: ইসলামের পাঁচটি শাখা ১০২

চারটি মূল আমলীয় বিভাগ ১০২

১. ইবাদত ১০২

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্তাবলী ১০৩

ইবাদতের রোকন ১০৩

২. মু'আমালাত ১০৪

৩. মু'আশারাত ১০৪

৪. আখলাক ১০৪

আমলের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ ১০৫

১. ফরজ ১০৫

২. ওয়াজিব ১০৬

৩. সুন্নাত ১০৬

৪. মুস্তাহাব বা নফল ১০৬

৫. হালাল ১০৬

৬. হারাম ১০৬

৭. মাকরূহ ১০৭

৮. মুবাহ ১০৭

২.ত্বহারত অধ্যায় ১০৮

ত্বহারতের পরিচয় ১০৮

ত্বহারতের গুরুত্ব ও ফজিলত ১০৮

নাজাসাতের পরিচয় ১০৯

নাজাসাতের প্রকার ১০৯
নাজাসাতে হাকীকীর প্রকার ১০৯
হারাম প্রাণীর বর্ণনা ১১০
নাজাসাতে হুকমীর প্রকার ১১১
অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি ১১১
পানির বর্ণনা ১১২
ওযুর পরিচয় ও পদ্ধতি ১১৩
ওযুর ফরজ চারটি ১১৩
ওযুর সুন্নাহ পদ্ধতি ১১৩
ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ ১১৩
গোসলের পরিচয় ও পদ্ধতি ১১৪
গোসল ফরজ হওয়ার কারণ পাঁচটি ১১৪
গোসলের ফরজ তিনটি ১১৪
গোসলের সুন্নাহ পদ্ধতি ১১৪
তায়াম্মুমের পরিচয় ও পদ্ধতি ১১৫
তায়াম্মুমের ফরজ তিনটি ১১৫
তায়াম্মুম করার কারণসমূহ ১১৫
তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ১১৫
৩.হায়েয, নিফাস ও ইসতিহাযা অধ্যায় ১১৭
হায়েযের পরিচয় ১১৭
হায়েযের সময়কাল ১১৭
হায়েয থেকে পবিত্রতার লক্ষণ ১১৮
কুদরা ও সুফরা কী? ১১৯
হায়েয শুরুর আগে নিঃসরণ ১১৯
হায়েয অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট মাসআলা ১২০
হায়েয শেষে করণীয় ১২২

নিফাসের পরিচয় ১২২
নিফাসের মাসআলা ১২২
নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয় ১২৩

ইসতিহাযার পরিচয় ১২৩
হায়েয ও ইসতিহাযা নির্ধারণের নিয়ম ১২৩
ইসতিহাযায় করণীয় ১২৪
রক্তের প্রকার (সংক্ষেপে) ১২৪

৪.সালাত অধ্যায় ১২৫
সালাতের পরিচয় ১২৫
সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত ১২৫
সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ ১২৬
সালাতের ভেতর ছয়টি ফরজ ১২৬
সালাতের ওয়াজিবসমূহ ১২৭
সিজদায়ে সাহু ১২৮
সালাতের সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহ ১২৮
সালাতের আদব ১২৯
সালাত ভঙ্গের কারণসমূহ ১২৯
সালাতে মাকরুহ কাজসমূহ ১৩০
সালাতের নিষিদ্ধ সময়সমূহ ১৩০
নারীদের সালাত ১৩১
মাসবুক ব্যক্তির সালাত ১৩১
মাসবুকের করণীয় ১৩২
কাজা সালাতের নিয়ম ১৩৪
সফরের সালাত ১৩৪
কসর সালাত ১৩৪
জামাতে অংশগ্রহণ ১৩৫

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত ১৩৫
সালাতে রাকাআত সংখ্যা ১৩৫
জুমার সালাত ১৩৬
ফরজ হওয়ার শর্ত ১৩৬
জুমার খুতবা ১৩৬
জানাজার সালাত ১৩৬
সালাতের পদ্ধতি ১৩৭
দুই ঈদের সালাত ১৩৭
সালাতের পদ্ধতি ১৩৮
সুতরা সংক্রান্ত মাসায়েল ১৩৮
৫. যাকাত ও উশর অধ্যায় ১৩৯
যাকাতের পরিচয় ১৩৯
যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৩৯
যাকাত ফরজ হওয়ার শর্ত ১৩৯
নিসাব ছুটে গেলে ১৪১
যাকাতযোগ্য সম্পদসমূহ ১৪১
যাকাতযোগ্য নয় যা যা ১৪২
ঋণ বাদ দেওয়া ১৪২
ঋণের ধরনসমূহ ১৪২
যাকাতের হিসাব বের করার পদ্ধতি ১৪২
যাকাত কারা পাবে ১৪৪
যাকাতের প্রাপকদের আট শ্রেণি ১৪৪
উশরের পরিচয় ১৪৬
উশরের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৪৬
উশরের নিসাব ১৪৭
উশরের হুকুম ১৪৭

৬. হজ্জ ও কুরবানী অধ্যায় ১৪৮

হজ্জের পরিচয় ১৪৮

হজ্জের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৪৮

হজ্জের প্রকারভেদ ১৫০

হজ্জের ফরজ বিষয়সমূহ ১৫০

হজ্জের ওয়াজিব বিষয়সমূহ ১৫২

হজ্জের নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ১৫২

হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ ১৫৩

কুরবানির পরিচয় ১৫৪

কুরবানীর গুরুত্ব ও ফজিলত ১৫৪

কুরবানির হুকুম ১৫৪

কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ ১৫৫

যাদের উপর কুরবানি ওয়াজিব নয় ১৫৫

কুরবানির নিসাব ১৫৫

কুরবানির জন্য বৈধ পশু ১৫৬

পশুর ন্যূনতম বয়স ১৫৭

কুরবানি সংক্রান্ত জরুরি কিছু মাসআলা ১৫৭

তাকবীরে তাশরীক ১৫৮

৭. সিয়াম অধ্যায় ১৫৯

সিয়ামের পরিচয় ১৫৯

সিয়ামের গুরুত্ব ও ফজিলত ১৬০

রোজার নিয়ত ১৬১

সাহ্‌রি ও ইফতার ১৬১

সাহ্‌রি ১৬১

ইফতার ১৬২

তারাবিহ ১৬২

তারাবির গুরুত্ব ১৬৩

তারাবির রাকাত সংখ্যা ১৬৩

তারাবিহ নামাজের নিয়ম ১৬৪

রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ ১৬৪

রোজার কাজা এবং কাফফারা ১৬৫

যেসকল কারণে রোজা কাজা করতে হয় ১৬৬

রোজা কাফফারা হওয়ার কারণ দুটি ১৬৬

কাফফারা আদায় করার পদ্ধতি ১৬৭

রোজার মাকরুহ কাজসমূহ ১৬৭

রোযা ভঙ্গ/স্থগিত রাখার শারঈ ওযরসমূহ ১৬৮

মান্নতের রোজা ১৬৯

ইতেকাফ ১৬৯

ইতেকাফের প্রকার ১৬৯

নারীদের ইতেকাফ ১৭০

সদকাতুল ফিতর ১৭০

ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ১৭০

ফিতরার নির্ধারিত শস্য ও পরিমাণ ১৭১

সাদাকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ১৭২

৮. দাওয়াহ ও জিহাদ অধ্যায় ১৭৩

দাওয়াহ এর পরিচয় ১৭৩

দাওয়াতের হুকুম ও ফজিলত ১৭৪

দাঈর পরিচয় ও গুণাবলী ১৭৫

জিহাদের পরিচয় ১৭৮

জিহাদের গুরুত্ব ও ফজিলত	**১৮০**
জিহাদের শারঈ হুকুম	**১৮১**
ইসলামে জিহাদের নীতিমালা	**১৮২**
৯. পর্দা ও মাহরাম	**১৮৪**
পর্দার পরিচয়	**১৮৪**
পর্দার গুরুত্ব ফজিলত	**১৮৪**
মাহরামের বর্ননা	**১৮৬**
মাহরাম ৩ প্রকার	১৮৭
নারীর জন্য মাহরাম পুরুষ	১৮৭
পুরুষের জন্য মাহরামাত নারী	১৮৮
অস্থায়ী মাহরাম নারীসমূহ	১৯০
নারী-পুরুষের সতর	**১৯১**
পর্দা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসাআলা	**১৯১**
১০. ইবাদতের বিবিধ অধ্যায়	**১৯৫**
১. দাফন-কাফন: ইসলামি দিকনির্দেশনা	**১৯৫**
মৃত্যুর পরপর করণীয়	১৯৬
কাফন: পরিচয় ও পদ্ধতি	**১৯৭**
দাফন–কাফন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কিছু মাসআলা	২০০
২. কসম (শপথ): কসমের পরিচয়, বিধান ও কাফফারা	**২০১**
কসমের নিয়ম ও বিধান	২০২
৩.মানতের পরিচয়, বিধান ও কাফফারা	**২০৩**
মানতের বিধান	২০৩
কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি	২০৪
দান–সদকার শর্ত ও আদব	২০৬

দু'আর আদব ২০৭

৬. যিকর : পরিচয়, আদব ও ফজিলত ২০৮

যিকরের আদব ২০৯

যিকরের কিছু শ্রেষ্ঠ বাক্য ২১০

৭. তওবা ও ইস্তেগফার: পরিচয়, পদ্ধতি ও ফজিলত ২১১

ইস্তেগফারের ফযীলত ২১১

তওবা কবুলের শর্ত ৩টি ২১৩

ইস্তেগফারের কিছু দোয়া ২১৩

তৃতীয় পর্ব -
মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক

১. ইসলামী লেনদেন অধ্যায় ২১৫

মু'আমালাতের পরিচয় ২১৬
ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় ২১৬
ইসলামে ব্যবসা ও নীতিমালা ২১৮
ইসলামে চাকরি ও নীতিমালা ২২০
ইসলামে ঋণ ও নীতিমালা ২২১
সুদের পরিচিতি ও প্রকার ২২২
সুদ প্রধানত দুই প্রকার ২২৩
মুআমালাতের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ২২৫

২. বিয়ে ও তালাক অধ্যায় ২২৭

বিয়ের পরিচয় ২২৮
বিয়ে বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ ২২৮
বিয়ের রুকন ২২৯
বিয়ের বিধান ২২৯

হারাম বিয়ে ২২৯
মহরের পরিচয় ও হুকুম ২৩১
বিয়ে সংক্রান্ত কিছু সুন্নাহ ২৩১
তালাকের পরিচয় ২৩৫
তালাকের প্রকারভেদ ২৩৬
ক. হুকুমের দিক থেকে তালাক তিন প্রকার ২৩৬
খ. প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে তালাক তিন প্রকার ২৩৮
গ. শব্দ প্রয়োগের দিক থেকে তালাক দুই প্রকার ২৩৮
ইদ্দতের পরিচয় ও বিধান ২৩৯
ইদ্দত পালনের স্থান ২৪০

৩. ইসলামী রাষ্ট্র ও দণ্ডবিধি অধ্যায় ২৪১

ইসলামী রাষ্ট্র: পরিচয় ও উদ্দেশ্য ২৪২

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালা ২৪৪

ইকামতে দ্বীন—ফরজ ২৪৬

ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করার প্রেক্ষাপট ও পশ্চিমা ষড়যন্ত্র ২৪৭

ইসলামী বিচার ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি ও তার যৌক্তিকতা ২৫০

ইসলামে শাস্তির শ্রেণীবিভাগ ২৫১

ইসলামে অপরাধের শাস্তি ২৫২

৪. সামাজিক শিষ্টাচার অধ্যায় ২৫৫

মুআশারাতের পরিচয় ২৫৫

মুআশারাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৫৫

সামাজিক আচরণে শিষ্টাচার ও সংযম ২৫৬

কুরআন-হাদিসে সামাজিকতার কিছু নীতিমালা ২৫৯

সামাজিক আচরণে কিছু আদব ২৬১

সালামের পরিচয় ও তাৎপর্য ২৬৩

৫. আত্মীয়তা ও অধিকার অধ্যায় ২৬৫

ইসলামে আত্মীয়তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ২৬৬

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের পরিণতি ২৬৭

আত্মীয়তার শরঈ প্রকার ২৬৮

আত্মীয়-স্বজনের হক ২৭০

ইসলামে মা–বাবার মর্যাদা ২৭১

মায়ের বিশেষ মর্যাদা ২৭১

মা–বাবার হক ২৭২

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক ২৭২

স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার ২৭৩

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার ২৭৩

সন্তানের হক ২৭৪

প্রতিবেশীর হক ২৭৬
গরিব-মিসকিনের হক ২৭৭

৬. আখলাক ও অশুদ্ধি অধ্যায় ২৮০

আখলাকের পরিচয় ২৮০
কুরআন-হাদিসের আলোকে আখলাক ২৮০
আখলাকের প্রকারভেদ ২৮১
তাজকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পরিচয় ২৮৩
আত্মশুদ্ধি অর্জনের পদ্ধতি ২৮৬

৭. উত্তম চরিত্র অধ্যায় ২৯০

তওবার পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯০
তাওয়াক্কুলের পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯১
সবরের পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯২
সবরের প্রকারভেদ ২৯৪
শোকরের পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯৫
শোকরের তিনটি স্তর ২৯৬
রিদার পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯৬
ওয়ারা'আর পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯৭
লজ্জার পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯৯
ক্ষমার পরিচয় ও তাৎপর্য ২৯৯

৮. খারাপ চরিত্র অধ্যায় ৩০২

অহংকার: পরিচয় ও পরিনতি ৩০২
অহংকারের বিভিন্ন রূপ ৩০৩
হিংসা: পরিচয় ও পরিনতি ৩০৩

গিবত: পরিচয় ও পরিনতি ৩০৬
কৃপণতা: পরিচয় ও পরিনতি ৩০৬
লোভ: পরিচয় ও পরিনতি ৩০৭
ক্রোধ: পরিচয় ও পরিনতি ৩০৮
মিথ্যা: পরিচয় ও পরিনতি ৩১০
অপচয়: পরিচয় ও পরিনতি
৩১১

৯. হালাল-হারাম অধ্যায় ৩১৫

হালাল-হারাম: পরিচিতি ও মূলনীতি ৩১৫
কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হালাল-হারাম ৩১৬
খানাপিনায় হালাল-হারাম ৩১৭
বিনোদনে হালাল-হারাম ৩১৯
খেলাধুলায় হালাল-হারাম ৩২৩
ফ্যাশনে হালাল-হারাম ৩২৫
চিকিৎসায় হালাল-হারাম ৩২৬

১০.দু'য়া-দুরুদ ও সুন্নাত অধ্যায় ৩৩০

নামাজ সংশ্লিষ্ট দু'য়া ৩৩০
সালাম ফিরানোর পরে যিকির ও দু'য়া ৩৩৩
কুরআন থেকে মুনাজাতের দু'য়া ৩৩৩
হাদিস থেকে মুনাজাতের দু'য়া ৩৩৮
দৈনন্দিন মাসনুন দু'য়া ৩৪০
দৈনন্দিন সুন্নাত আমল ৩৪৩

২. আকীদাহ ও ঈমান অধ্যায়

আকীদাহ পরিচয়

আকীদাহ (العقيدة) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো —দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখা, স্থির বিশ্বাস করা, গাঁট বেঁধে ফেলা, এমন ধারণা যা অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়।

পরিভাষাগত সংজ্ঞা:

الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ الَّذِي لَا يَشُوبُهُ شَكٌّ فِي أُصُولِ الدِّينِ وَأُمَّهَاتِهِ

"আকীদাহ হলো—ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ এবং তার মূল স্তম্ভগুলোর প্রতি এমন এক দৃঢ় ও অকাট্য বিশ্বাস, যাতে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই।"

অর্থাৎ, এমন কিছু বিষয়, যেগুলোর ওপর সন্দেহহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক।

যেমন: আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহিদ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল, কিয়ামত, তাকদির ইত্যাদি।

মূল বিষয়: আকীদা হচ্ছে সেই ভিত্তি যার ওপর ইসলামী বিশ্বাস-ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে।

আকীদার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আকীদা হলো এমন একটি বিশ্বাসব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা, নীতি, আচরণ, জীবনদর্শন—সব কিছুকে প্রভাবিত করে।

একজন মুসলিমের দ্বীনদার জীবনের মূল ভিত্তি হলো তার আকীদাহ। এই আকীদাহ যদি বিশুদ্ধ ও সহিহ হয়, তবে তার আমল ও আচরণ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আকীদাহ যদি ভুল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে মানুষ যত ইবাদতই করুক না কেন, আল্লাহর কাছে তা কবুল হবে না। এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহির অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"তুমি যদি শিরক করো, তবে তোমার সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" সূরা যুমার (৩৯:৬৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভবিষ্যদ্বাণী

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً

قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي

অর্থাৎ: "বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক দল ছাড়া সব দলই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সে দলটি কে?" তিনি বলেন, "যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে।"

(তিরমিযি: ২৬৪১)

৩.হায়েয, নিফাস ও ইসতিহাযা অধ্যায়

হায়েযের পরিচয়

হায়েয শব্দের অর্থ: প্রবাহিত হওয়া বা ঝরা।
শরীয়তের পরিভাষায়—
"নারীর জরায়ু থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাকৃতিকভাবে নির্গত রক্তকে হায়েয বলা হয়, যা কোনো রোগের কারণে নয়।"

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"তারা তোমার কাছে মাসিক রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, এটা অস্বস্তিকর (অপবিত্র) বস্তু। সুতরাং মাসিক অবস্থায় তোমরা নারীদের থেকে দূরে থাকবে।" (সূরা আল-বাকারা ২:২২২)
এটি নারীর দেহে আল্লাহ প্রদত্ত এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন— الْحَيْضُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
"হায়েয আল্লাহ তাআলা আদম কন্যাদের উপর নির্ধারিত করেছেন।"
(বুখারী, মুসলিম)

হায়েযের সময়কাল

১. শুরু বা শেষের নির্দিষ্ট বয়স
শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো বয়স নির্ধারিত নয়। সাধারণত মেয়েদের কৈশোরে (প্রায় ৯ বছর বয়সে) হায়েয শুরু হয় এবং বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত চলতে পারে।

২. সর্বনিম্ন সময়
হায়েযের সর্বনিম্ন সময় তিন দিন তিন রাত (৭২ ঘণ্টা)।
এর কম সময় রক্ত দেখা গেলে তা ইসতিহাযা (অসুস্থতার রক্ত) হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সর্বোচ্চ সময়
হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা দশ দিন দশ রাত (২৪০ ঘণ্টা)।
এর বেশি স্থায়ী হলে, অতিরিক্ত রক্ত ইসতিহাযা হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. সাধারণ সময়কাল
অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রে ছয় থেকে সাত দিন পর্যন্ত হায়েয স্থায়ী হয়।

৫. শুরুর সময়
রক্ত নির্গমন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হায়েয শুরু হয়েছে বলে গণ্য হবে।

হায়েয থেকে পবিত্রতার লক্ষণ

হায়েযের (মাসিক) সময়কাল শেষ হয়ে গেলে নারীকে বুঝতে হয় — তিনি আদতে পবিত্র হয়েছেন কি না।
শরীয়তের দৃষ্টিতে, পবিত্রতা নিশ্চিত হওয়ার দুটি মূল লক্ষণ রয়েছে, যেগুলো হযরত আয়েশা (রাঃ) ও সাহাবিয়াতগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।
১.সাদা তরল
হায়েয শেষ হওয়ার পর অনেক নারীর যোনিপথ থেকে সাদা বা দুধের মতো স্বচ্ছ তরল বের হয়।

সালাত শুরুর আগে সাতটি ফরজ

সালাত শুরু করার পূর্বে সাতটি বিষয় নিশ্চিত করা আবশ্যক। এগুলো সালাতের শর্ত বা ফরজ হিসেবে গণ্য হয়। এর কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত আদায় হবে না।

১. শরীরের পবিত্রতা — শরীরে কোনো নাপাকি থাকা চলবে না। সন্দেহ হলে সংশ্লিষ্ট স্থান ধুয়ে নিতে হবে।

২. পোশাকের পবিত্রতা — পরিধেয় বস্ত্রে নাপাকি থাকা যাবে না। সন্দেহ হলে ধুয়ে বা পরিবর্তন করে নিতে হবে।

৩. স্থানের পবিত্রতা — সালাত আদায়ের স্থান নাপাক হলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

৪. সতর আচ্ছাদন — পুরুষের সতর হলো নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত; নারীর সতর হলো পুরো শরীর, কেবল মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছাড়া।

৫. কিবলামুখী হওয়া।

৬. ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা। সময়ের আগে বা পরে আদায় করলে সালাত আদায় হবে না।

৭. নিয়ত করা।

সালাতের ভেতর ছয়টি ফরজ

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা — "আল্লাহু আকবার" বলে সালাত শুরু করা।

২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। বিনা ওজরে বসে পড়লে সালাত শুদ্ধ হবে না।

৩. কিরাত পাঠ করা। দাঁড়িয়ে কুরআন থেকে আয়াত তিলাওয়াত করা।

৪. রুকু করা।

৫. দুটি সিজদা করা।

৬. শেষ বৈঠক করা।

এসবের কোনো একটি বাদ পড়লে সালাত বাতিল হবে।

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতে ১৪টি ওয়াজিব রয়েছে, যেমন—

১. সুরা ফাতিহা পাঠ করা।
২. ফাতিহার পর কমপক্ষে তিন আয়াত বা তার সমপরিমাণ সুরা পাঠ করা।
৩. ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে কিরাত পাঠ করা।
৪. রুকু ও সিজদায় এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।
৫. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৬. দুই সিজদার মাঝখানে বসা।
৭. দুই বা তিন রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দ্বিতীয় রাকাতে বৈঠক করা।
৮. তাশাহহুদ পাঠ করা।
৯. ইমামের কিরাত পাঠ (উচ্চ বা নিম্নস্বরে নির্ধারিত নিয়মে)।
১০. বিতরের সালাতে দুআয়ে কুনুত পাঠ।
১১. ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির বলা।
১২. ফরজসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
১৩. ওয়াজিবসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।
১৪. সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করা।

ভুলবশত কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে; ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়লে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে।

সিজদায়ে সাহু

নামাজে ভুল, ভুলে কম-বেশি করা বা কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে তার সংশোধনের জন্য শেষে দুইটি সিজদা করা হয়— একে সিজদায়ে সাহু বলে।

সাহু সিজদা দিতে হয় নিম্নলিখিত অবস্থায়

১. ভুলে কোনো ওয়াজিব বাদ গেলে।
২. কোনো রুকন আগে বা পরে আদায় করলে।

যাকাতের হিসাব বের করার পদ্ধতি

ধাপ–১ : সম্পদ নির্ধারণ

যেদিন যাকাত নির্ণয় করবেন, সেদিন আপনার সব যাকাতযোগ্য সম্পদের মোট মূল্য হিসাব করুন—

সম্পদের ধরন	উদাহরণ	পরিমাণ (৳)
স্বর্ণ	(১ ভরি × ২,০৮,৯৯৬)	২,০৮,৯৯৬
রৌপ্য	(১ ভরি × ২,২২৫)	২,২২৫
নগদ অর্থ		৫০,০০০
জমানো অর্থ	(হজ/বিবাহ ফান্ড)	৫০,০০০
ব্যাংকে জমা	(সুদবিহীন)	৫০,০০০
প্রভিডেন্ট ফান্ড	(ঐচ্ছিক অংশ)	৫০,০০০
বীমা	(সুদবিহীন)	১০,০০০
পাওনা ঋণ		১,০০,০০০
ব্যবসায় পণ্য		৫০,০০০
ফ্যাক্টরির কাঁচামাল/পণ্য		৫০,০০০
শেয়ার/ইনভেস্টমেন্ট		২৫,০০০
মোট সম্পদ		৬,৪৬,২২১

ধাপ–২ : ঋণ বাদ দিন

ঋণের ধরন		পরিমাণ (৳)
ব্যক্তিগত ঋণ		১০,০০০
ব্যবসায়িক ঋণ	যাকাতযোগ্য সম্পদে ব্যয়	২০,০০০
ভাড়া বাবদ বকেয়া		১০,০০০
কর্মচারীর বেতন বাকি		১০,০০০
বাকিতে ক্রয়	রিসেন্ট পরিশোধযোগ্য	১০,০০০
মোট ঋণ		৬০,০০০

ধাপ–৩ : নিট যাকাতযোগ্য সম্পদ

মোট সম্পদ	ঋণ (বাদ)	যাকাত যোগ্য
৬,৪৬,২২১	৬০,০০০	৫,৮৬,২২১

ধাপ–৪ : যাকাত নির্ণয়
মোট যাকাতযোগ্য সম্পদের উপর ২.৫% (আড়াই শতাংশ) হারে যাকাত দিতে হবে।
(মোট যাকাতযোগ্য সম্পদ × ২.৫%) ÷ ১০০
(৫,৮৬,২২১ × ২.৫%) = ৳১৪,৬৫৫ টাকা
অতএব, ৫,৮৬,২২১ টাকার উপর যাকাত হবে ১৪,৬৫৫ টাকা।

যাকাত কারা পাবে

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যাকাতের প্রাপকদের স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“যাকাত তো কেবল গরিব, মিসকিন, যাকাত আদায়ের কর্মচারী, যাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, আল্লাহর পথে (মুজাহিদ বা ইসলামী কল্যাণে ব্যয়) এবং পথিকদের জন্য নির্ধারিত — এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরজ বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আত-তাওবা: ৬০)

যাকাতের প্রাপকদের আট শ্রেণি

১. ফকির (الْفُقَرَاءُ)
যাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। তারা একদমই নিঃস্ব বা প্রায় নিঃস্ব।

২. মিসকিন (الْمَسَاكِينُ)
যাদের কিছু সম্পদ আছে, কিন্তু তা দ্বারা পূর্ণ চাহিদা পূরণ হয় না। তারা অভাবগ্রস্ত।

৩. আমিল (الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)
যারা সরকার বা শরিয়তের প্রতিনিধি হয়ে যাকাত সংগ্রহ, হিসাব বা বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে — তাদের পারিশ্রমিক হিসেবেও যাকাত দেওয়া যায়।

৪. মুয়াল্লাফাতুল কুলুব (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ)
যাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন — যেমন নতুন মুসলিম, অথবা অমুসলিম যাদের সহানুভূতি ও সহায়তা ইসলামী সমাজের কল্যাণে প্রয়োজন।

৫. রিকাব (فِي الرِّقَابِ)
যারা দাসত্ব বা বন্দিত্বে আবদ্ধ, তাদের মুক্তির জন্য যাকাত ব্যয় করা যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ব্যয় মানবমুক্তি, বন্দিমুক্তি বা অনুরূপ মুক্তিসেবা খাতে করা যেতে পারে।

রাসুল ﷺ আরও বলেন—

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

"আমরা যখন ইহরাম অবস্থায় নবী ﷺ-এর সঙ্গে থাকতাম, তখন পুরুষরা আমাদের সামনে দিয়ে যেত। তারা সামনে এলে আমরা চাদর মুখে টেনে দিতাম, আর চলে গেলে তা সরিয়ে নিতাম।"

(আবু দাউদ: ১৮৩৩, আহমাদ: ২৪০৬৭)

মাহরামের বর্ননা

'মাহরাম' শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ— নিষিদ্ধ করা, হারাম হওয়া বা স্পর্শকাতর বিষয়ে সীমাবদ্ধতা

ইসলামী পরিভাষায়, মাহরাম হলেন সেইসব পুরুষ বা মহিলা যাদের সাথে বিবাহ হারাম এবং তাদের একে অপরের দিকে তাকানো বা দেখা-সাক্ষাৎ করা বৈধ।

মাহরাম ৩ প্রকার

১. রক্ত-সম্পর্ক

যেমন—পিতা, ভাই, পুত্র, চাচা, মামা ইত্যাদি।

২. দুধ-সম্পর্ক

যেমন—দুধ-মা, দুধ-ভাই, দুধ-বোন ইত্যাদি।

৩. বৈবাহিক সম্পর্ক

যেমন—শাশুড়ি, সৎমা, ছেলের বউ ইত্যাদি।

মাহরাম নারী-পুরুষের তালিকা

নারীর জন্য মাহরাম পুরুষ — ১৪ প্রকার

ক. রক্ত-সম্পর্কজনিত মাহরাম (৭টি)

১. পিতৃবর্গ
– জন্মদাতা বাবা, দাদা, নানা এবং ঊর্ধ্বতন সকল পুরুষ।

২. পুত্রবর্গ
– নিজের ছেলে, নাতি, প্রনাতি—অধস্তন যত নিচে যায়।

৩. ভাতৃবর্গ
– সহোদর ভাই, পিতৃসূত্রে ভাই, মাতৃসূত্রে ভাই।

৪. চাচাবর্গ
– পিতার সহোদর ভাই, পিতৃসূত্রে ভাই, মাতৃসূত্রে ভাই।

৫. মামাবর্গ
– মায়ের সহোদর ভাই, পিতৃসূত্রে ভাই, মাতৃসূত্রে ভাই।

৬. ভাতিজাগণ
– সহোদর বা সৎ ভাইদের পুত্র ও তাদের অধস্তন।

৭. ভাগ্নাগণ
– সহোদর বা সৎ বোনদের পুত্র ও তাদের অধস্তন।

খ. দুধ-সম্পর্কজনিত মাহরাম (৩টি)

৮. দুধ-বাবা
– যিনি দুধ-মায়ের স্বামী এবং দুধের প্রকৃত উৎস-অভিভাবক।
– এর ঊর্ধ্বতন সকল দুধ-দাদা।

৯. দুধ-সহোদর ভাই
– দুধ-মায়ের দুধপানকারী সকল ছেলে।

১. ইসলামী লেনদেন অধ্যায়

মু'আমালাতের পরিচয়

"মু'আমালাত" (المعاملات) শব্দটি আরবি। যার অর্থ—
পরস্পরিক লেনদেন।

ইসলামি পরিভাষায় মু'আমালাত বলতে বোঝায়—"মানুষে মানুষের মধ্যে সম্পদ, অধিকার, দায়িত্ব ও উপকারের বিনিময়ে সংঘটিত সকল বৈধ চুক্তি, লেনদেন ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের শারঈ বিধানসমূহ।"

আরও সহজ ভাষায়—
"ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত সকল আর্থিক ও সামাজিক লেনদেনের নীতিমালা।"

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয় (البيع) হলো—
পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিনিময়ের মাধ্যমে এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষের কাছে কোনো হালাল জিনিসের মালিকানা হস্তান্তর।

ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক প্রকার ও নীতিমালা

ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রয়-বিক্রয় (البيع) কে চারটি মৌলিক প্রকারে ভাগ করা হয়, কারণ এগুলো মানুষের সাধারণ লেনদেনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় সব ধরনের বেচাকেনার মূল কাঠামো এ চারটির ওপর নির্ভরশীল।

১. বাই‘ আম (بيع عام)
বাই‘ আম বলতে— মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রচলিত সব সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় বোঝায়। যেখানে নগদ মুদ্রার বিনিময় পণ্য ক্রয় করা হয়
উদাহরণ: দোকান থেকে নগদ টাকায় পণ্য কেনা-বেচা।

ইসলামে ক্রয়- বিক্রয়ের মৌলিক শর্ত চারটি :
১. বিক্রেতা ও ক্রেতার পূর্ণ সম্মতি।
২. বিক্রিত বস্তু হালাল ও পরিষ্কারভাবে জানা থাকা।
৩. দাম ও শর্ত স্পষ্ট হওয়া।
৪. বিক্রেতার বৈধ মালিকানা থাকা।

২. বাই‘ মুকাযায়া (البيع بالمقايضة)
মূল্য নির্ধারণ না করে দুই বস্তুর পারস্পরিক বিনিময়—যেখানে কোনো পক্ষ দাম উল্লেখ না করে সরাসরি জিনিসের বদলে জিনিস দেয়। মৌলিক শর্ত মেনে বৈধ।
শর্ত: একই প্রকার মালামাল পরিমাণে ভিন্নতা করা যায় না।
উদাহরণ: চাল দিয়ে গম নেওয়া, কাপড় দিয়ে বই নেওয়া ইত্যাদি।

৩. বাই‘ সরফ (بيع الصرف)
স্বর্ণ, রৌপ্য বা মুদ্রা পরস্পর বিনিময়ের ক্রয়-বিক্রয়।
এটিকে মুদ্রার লেনদেনও বলা হয়।

শর্ত:
◉ উভয় পক্ষের হাত বদল একই আসরে (Hand-to-Hand/Spot) হতে হবে। কোনো বিলম্ব চলবে না।

◉ দুরুদে ইবরাহিম

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণ করেছিলেন।

নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহান।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গের ওপর বরকত দান করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মহান।

◉ দু'য়ায়ে মা'সুরা

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ،وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই।

অতএব, আপনার পক্ষ থেকে আমাকে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন। এবং আমার প্রতি দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

◉ দু'য়ায়ে কুনুত

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ